‘জাতীয় চার নেতা হত্যায় জড়িতদের ফেরত আনতে কাজ করছে সরকার’

জাতীয় চার নেতা হত্যায় জড়িতদের দেশে ফেরত আনার ব্যাপারে সরকার সর্বোচ্চ আন্তরিক বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। তিনি বলেছেন, এ ঘটনার সঙ্গে আরো যারা যারা জড়িত আছে তাদেরকেও আইনের আওতায় আনতে সরকার কাজ করছে।

মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) সকালে পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ও জাতীয় চার নেতা স্মৃতি জাদুঘরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর তিনি এসব কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যেকোনো ঘটনার পেছনে কোনো না কোনো মোটিভ থাকে। জাতীয় চার নেতা হত্যার পেছনে অনেকগুলো মোটিভ ছিল। শুধু বিপথগামী সেনা সদস্য নয়, এর পেছনে আরো বড় একটি ষড়যন্ত্র ছিল।

এসময় আরও উপস্তিত ছিলেন জাতীয় নেতা শহীদ এ এইচ এম কামারুজ্জামানের ছেলে এএইচএম এহছানুজ্জামান, শহীদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীর ছেলে রেজাউল ইসলাম, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলামের মেয়ে কিশোরগঞ্জ-২ আসনের এমপি ডা. সৈয়দা জাকিয়া নূর লিপি, ঢাকা-৭ আসনের এমপি হাজী সেলিম, কারা অধিদফতরের মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকসহ প্রমুখ।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত তিনজনসহ সাজাপ্রাপ্ত ১০ আসামি এখনো

অধরা

আজ ৩ নভেম্বর কলঙ্কিত জেলহত্যা দিবস। ১৯৭৫ সালের এই দিনে একদল বিপদগামী সেনাসদস্য জাতীয় চার নেতাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা করে। ওই ঘটনায় দায়ের করা মামলা বহুল আলোচিত জেলহত্যা মামলা হিসেবে পরিচিত।

এ মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ১৫ আসামির মধ্যে মাত্র পাঁচজনকে ধরতে পেরেছে পুলিশ। ধরা পড়া আসামিরা বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হওয়ায় তাদের সবাইকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। যদিও তারা জেল হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত। ফলে ১৫ আসামির মধ্যে বাকি ১০ আসামি এখনো অধরা। হত্যাকাণ্ডের ৪৫ বছরেও তাদের গ্রেপ্তার করা যায়নি।

এই পলাতক আসামিদের মধ্যে তিনজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এবং যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সাতজন। পলাতকদের দেশে ফিরিয়ে এনে সাজা কার্যকর করতে একটি টাস্কফোর্স কাজ করছে।

এ পর্যন্ত এই মামলায় গ্রেপ্তার পাঁচ আসামি হলেন সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, বজলুল হুদা, এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ এবং আবদুল মাজেদ। এদের সবার ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে।

পলাতক ফাঁসির তিন আসামি হলেন এলডি (দফাদার) আবুল হাসেম মৃধা, দফাদার মারফত আলী শাহ ও রিসালদার মোসলেহ উদ্দিন।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামিরা হলেন খন্দকার আবদুর রশিদ, শরিফুল হক ডালিম, এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী, এ এম রাশেদ চৌধুরী, আহমেদ শরিফুল হোসেন, কিসমত হাসেম ও নাজমুল হোসেন।

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে হত্যা করা হয়। ওই ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ১৯৯৮ সালের ১৫ অক্টোবর ২৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) দেওয়া হয়। ২০০৪ সালের ২০ অক্টোবর ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. মতিউর রহমান রায় দেন।

রায়ে তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড ও ১২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। নিম্ন আদালতের রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামি হলেন রিসালদার

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি হওয়ায় তার ফাঁসি কার্যকর করা হয়। ফলে জেলহত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত তিন আসামি এবং যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সাত আসামি এখন পর্যন্ত অধরা।

সাবেক মন্ত্রী কে এম ওবায়দুর রহমান, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর ও তাহেরউদ্দিন ঠাকুরকে খালাস দেওয়া হয়। এদের মধ্যে সৈয়দ ফারুক রহমান, সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, বজলুল হুদা, এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ ও আবদুল মাজেদের বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে ২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি।

করোনায় আক্রান্ত বিএনপির একঝাঁক হেভিওয়েট নেতা

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান ও তার স্ত্রী বেগম রহিমা শাহজাহান। তারা দুজনেই বাসায় থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন। বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রেস উইং সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানিয়েছেন।

শায়রুল বলেন, মঙ্গলবার (৩ নভেম্বর) চিকিৎসকের পরামর্শে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

এদিকে বিএনপির আরো তিন নেতার করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তারা হলেন- বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ও ফজলুল হক মিলন। এছাড়া শুক্রবার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে সাবেক সংসদ সদস্য জহির উদ্দিন স্বপনের। সূত্র- কালের কন্ঠ

জেল হত্যা দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে আওয়ামী লীগের শ্রদ্ধা

জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছে আওয়ামী লীগ।

মঙ্গলবার সকালে বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে দলটির পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

২০২১ সালের সরকারি ছুটির তালিকা অনুমোদন পাচ্ছে আজ

২০২১ সালের ছুটির তালিকা চূড়ান্ত করেছে সরকার। এ ছুটি সকল সরকারি ও আধা সরকারি অফিস এবং সংবিধিবদ্ধ, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা- স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কার্যকর হবে। আজ সোমবার(২ নভেম্ববর) এটি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন হতে পারে। এর আগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ ছুটির তালিকা চূড়ান্ত করেছে।

খসড়া তালিকা অনুযায়ী, ২০২১ সালে সাধারণ ছুটি ১৪ দিন ও নির্বাহী আদেশে ছুটি আট দিন। মোট ২২ দিন সাধারণ ও নির্বাহী আদেশের ছুটি হলেও এর মধ্যে শুক্র ও শনিবারের সাপ্তাহিক ছুটি রয়েছে সাত দিন।

এ সংক্রান্ত খসড়া ক্যালেন্ডার মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিসভার অনুমোদন সাপেক্ষে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এরপরই ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ক্যালেন্ডার ছাপানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে।

তালিকা অনুযায়ী, শবেবরাত ২৯ মার্চ সোমবার, শবেকদর ১০ মে

সোমবার, ঈদুল ফিতর ১৩ মে বৃহস্পতিবার, ঈদুল আজহা ২০ জুলাই মঙ্গলবার, আশুরা ১৯ আগস্ট বৃহস্পতিবার, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৯ অক্টোবর মঙ্গলবার। তবে চাঁদ দেখাসাপেক্ষে এগুলো এক দিন এদিক-ওদিক হয়ে থাকে, যা ক্যালেন্ডারে উল্লেখ করা থাকে। ধর্মীয় পর্ব উপলক্ষে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের তিন দিনের ঐচ্ছিক ছুটি ভোগের সুযোগ রয়েছে।

একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা ও এর বাইরে কর্মরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কর্মচারীদের প্রধান সামাজিক উৎসব বৈসাবি বা অনুরূপ সামাজিক উৎসব উপলক্ষে দুই দিনের ঐচ্ছিক ছুটির বিধান রয়েছে।

বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিবসের ছুটি সাধারণ ছুটির অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে সাপ্তাহিক ছুটি চারটি শুক্রবার ও দুটি শনিবার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলা নববর্ষ ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় দিবস উপলক্ষে আট দিন নির্বাহী আদেশে সরকারি ছুটি থাকবে। নির্বাহী আদেশে ছুটির মধ্যে এক দিন সাপ্তাহিক ছুটি (শনিবার) রয়েছে। সাধারণ ছুটি ও নির্বাহী আদেশের ছুটি ২২ দিন হলেও সাপ্তাহিক ছুটি শুক্র ও শনিবারের কারণে এই ছুটি কার্যত ১৫ দিন।

বিএনপির জরুরি সংবাদ সম্মেলন আজ

স্থানীয় সরকার বিধান নিয়ে নির্বাচন কমিশনের নতুন আইন তৈরির উদ্যোগ বিষয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে বিএনপি। সোমবার (০২ নভেম্বর) বিকেল ৪টায় গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।ৱ

দলটির চেয়ারপারসনের প্রেস উইং সদস্য শায়রুল কবির খান গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সংবাদ সম্মেলনে

বক্তব্য রাখবেন। এছাড়া দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন।

‘কালি ও কলম’ সম্পাদক আবুল হাসনাত আর নেই

কবি ও ‘কালি ও কলম সম্পাদক’ আবুল হাসনাত আর নেই। রবিবার (১ নভেম্বর) সকাল আটটায় রাজধানীর আনোয়ার খান মর্ডান হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয় (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)।

জাতীয় কবিতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তারিক সুজাত গণমাধ্যমকে জানান, আবুল হাসনাত নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ছিলেন। তাকে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হবে।

আবুল হাসনাত ১৯৪৫ সালের ১৭ জুলাই পুরান ঢাকায় জন্ম নেন। তিনি মাহমুদ আল জামান নামেও লেখালেখি করতেন।

আবুল হাসনাতের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘জ্যোৎস্না ও দুর্বিপাক, ‘কোনো একদিন ভুবনডাঙায়’, ‘ভুবনডাঙার মেঘ ও নধর কালো বেড়াল’। তার প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে সতীনাথ, মানিক, রবিশঙ্কর ও অন্যান্য ও জয়নুল, কামরুল, সফিউদ্দীন ও অন্যান্য।

শিশু ও কিশোরদের নিয়ে রচিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘ইস্টিমার সিটি দিয়ে যায়’, ‘টুকু ও সমুদ্রের গল্প’, ‘যুদ্ধদিনের ধূসর দুপুরে’, ‘রানুর দুঃখ-ভালোবাসা’।

তিনি দৈনিক সংবাদের সাহিত্য সাময়িকী দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে সম্পাদনা করেন। আমৃত্যু তিনি সাহিত্যপত্রিকা কালি ও কলমের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। একইসঙ্গে চিত্রকলা বিষয়ক ত্রৈমাসিক ‘শিল্প ও শিল্পী’রও তিনি সম্পাদক ছিলেন।

যুবকরাই পারে দেশকে গড়তে: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, যুবকরাই পারে দেশকে গড়তে। তাদের মেধা, জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।

আজ রবিবার সকালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা যদি না ঘটতো তাহলে স্বাধীনতার ১০ বছরে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে স্বাধীন ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারতো।’ তিনি আরও বলেন, ৭৫ এর সেই মর্মান্তিক ঘটনার পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত দেশ এক কদমও এগোয়নি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৭৫ এর পর যারা ক্ষমতা এসেছে তারা তাদের ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করতে মেধাবীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল। আওয়ামী, ছাত্রলীগ, মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছিল।

ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির সংক্ষিপ্ত সিলেবাস প্রকাশ

ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ৩০ দিনের সংক্ষিপ্ত সিলেবাস প্রকাশ করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। গতকাল বৃহস্পতিবার মাউশি’র ওয়েবসাইটে (www.dshe.gov.bd) এই সিলেবাস প্রকাশ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, আঞ্চলিক উপ-পরিচালকদের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত এই সিলেবাস দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠানো হবে।

আগামী ১ নভেম্বর থেকে পরবর্তী দুই মাসের (নভেম্বর ও ডিসেম্বর) মধ্যে ৩০ কার্যদিবসে সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান শেষ করবে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

শুধু শিক্ষার্থীদের শিখন যোগ্যতা অর্জনের জন্য এই সিলেবাস করা হয়েছে বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন মাউশি’র এক কর্মকর্তা।

তিনি বলেন, পরবর্তী ক্লাসের প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভর করে সংক্ষিপ্ত সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে। এই সিলেবাস অনুযায়ী পরীক্ষা বা মূল্যায়ন করে ফলাফল নির্ধারিত হবে না। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের ঘাটতি পূরণ এবং কোথায় সমস্যা রয়েছে, তা চিহ্নিত করবে এই সিলেবাস।

সরকারের কাজ নেই বলেই বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বলে: ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, করোনা পরিস্থিতি, প্রণোদনাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই মিথ্যাচার করছে সরকার। জনগণের সঙ্গে সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই। সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। জনগণের প্রতি তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ‘কোভিড ১৯ এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের কৃষি সেক্টরে কৌশল নির্ধারণ’ শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি।

এসময় মির্জা ফখরুল আরও বলেন, বর্তমান সরকার স্বৈরাচারী সরকার, ভিন্নমত সহ্য করতে পারে না। সরকারের কোনো কাজ নেই বলেই বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বলে।